তারিখ 15 JUN 2016
পৃষ্ঠা 8 কলাম 3

যুগান্তর

জিপিএ-৫ বিতর্ক : জ্ঞানশূন্য অথচ ফলনির্ভর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছি?

আবদুল্লাহ আল নোমান

এক লোক প্রতিবেশীকে বলছে—
: তোমার মেয়ে দেখছি দিন দিন সুন্দর হয়ে যাচ্ছে!
প্রতিবেশী উত্তর দিলেন—
: ডাক্তার দেখিয়েছি, ওষুধও খাচ্ছে, কিন্তু জন্ডিসটা কমছে না।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থারও এখন এই হাল। জিপিএ ৫-এর মোড়কে আমরা যে ক্রমেই জ্ঞানশূন্য অথচ ফলনির্ভর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছি— তার একটা ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে। রেকর্ডসংখ্যক পাস ও লাখ লাখ জিপিএ ৫-এর গান শুনিয়ে যারা এতদিন বাহবা ও হাততালি আদায় করেছেন, তারাও এখন মুখ লুকাচ্ছেন লজ্জায়। লুকাবে না কেন, তাদের তুলে দেয়া জিপিএ ৫ ধারীরা যে নেপচুনকে নেপালের রাজধানী বানিয়ে ফেলেছে!

সম্প্রতি জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে তৈরি করা একটি প্রতিবেদন দেশজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, মেধাবী পরিমাপের সর্বোচ্চ সূচক জিপিএ-৫ প্রাপ্ত এসব শিক্ষার্থী উত্তর দিতে পারেনি বেশ কিছু প্রশ্নের। যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস, অপারেশন সার্চলাইট, জিপিএ-৫ এর পূর্ণরূপ ইত্যাদি। অথচ তাদের ফলাফল অনুযায়ী এসব প্রশ্নের উত্তর তাদের জানার কথা ছিল।

তবে এজন্য শিক্ষার্থীদের দোষারোপ করা অবিচার হবে। এটি পুরো ব্যবস্থারই ব্যর্থতা।

শিক্ষার্থীরা তাই শিখে, যা তাদের শেখানো হয়। আমাদের শিক্ষকরা এখন শিক্ষার্থীদের জ্ঞানলাভের চেয়ে ফললাভের দিকেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন। আর হবেন না কেন? শিক্ষকদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের একমাত্র মানদণ্ডই যে এটি! যত বেশি পাস, যত বেশি জিপিএ-৫, তত বেশি সুনাম, তত বেশি প্রচার! শিক্ষকদের পাঠদানও তাই পরীক্ষাকেন্দ্রিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। যতদিন পর্যন্ত শিক্ষা ও শিক্ষকদের এই অসুস্থ প্রবণতা দূর না হবে, এ সংকটও কাটবে না। জাপানের বিদ্যালয়গুলোতে কিন্তু পাস-ফেল নেই। সেখানে নির্দিষ্টসংখ্যক নম্বরের কম পেলে প্রথমে শিক্ষক, এরপর শিক্ষার্থী এবং পরিশেষে অভিভাবককে জবাবদিহি করতে হয়। কোনো শিক্ষকের বিষয়ে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষার্থী ওই নম্বর অর্জনে ব্যর্থ হলে প্রথমে কারণ দর্শাও নোটিশ, পরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়। প্রসঙ্গত, জাপানে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের অযোগ্য ঘোষণা করে জাতীয় ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ সেখানে শিক্ষার্থীদের ব্যর্থতার জন্য মূলত দায়ী করা হয় শিক্ষকদের।

একসময় কলেজগুলোয় ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হতো। কোচিং ব্যবসা বন্ধ করার অজুহাতে (কোচিং ব্যবসা বন্ধ হয়নি) এখন ভর্তি করা হয় জিপিএ'র ভিত্তিতে। ভালো কলেজগুলোয় ভর্তির পূর্বশর্তই হচ্ছে সর্বোচ্চ জিপিএ পাওয়া। তাই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরাও ছুটছেন সেদিকে। সেদিকে ছুটতে গিয়েই সর্বশেষ আবিষ্কার হল, প্রশ্নফাঁসের মতো ভয়ংকর ঘটনা। নীতিনির্ধারকদের এসব নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। আমাদের সরকারের লক্ষ্য ছিল শিক্ষিতের হার বাড়াবে, বেড়েছে। জিপিএ-৫ বাড়াবে, বেড়েছে। এবার সরকার জ্ঞানী শিক্ষার্থী তৈরির দিকে নজর দিক।

ব্যাংক কর্মকর্তা, ঢাকা